# বাংলা ব্যাকরণ

## ভাষা

আদিম মানুষ কথা বলতে পারতো না। তারা শুধু ধ্বনির মাধ্যমে ভাব বিনিময় করত। তাছাড়া ছবি এঁকেও তারা ভাব প্রকাশ করত। কথা, ভাষা ও লিপি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন গতিময় হয়ে ওঠে। এজন্য ভাষা মানুষের খুব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও বিষয়।

**প্রশ্ন ১ ॥ ভাষা কাকে বলে?**

**উত্তর : ভাষা :** মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যেসব অর্থবোধক ধ্বনি বা শব্দ ব্যবহার করে তাকে ভাষা বলে। যেমন – বাংলা ভাষা, ইংরেজি ভাষা, আরবি ভাষা ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ২ ॥ মাতৃভাষা কাকে বলে?**

**উত্তর : মাতৃভাষা :** মায়ের নিকট থেকে শিশু জন্মের পর যে ভাষা শেখে তাকেই বলে মাতৃভাষা।

**প্রশ্ন ৩ ॥ বাংলা ভাষা কাকে বলে?**

**উত্তর : বাংলা ভাষা :** বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরা যে ভাষায় কথা বলে ও লিখে তাকে বাংলা ভাষা বলে।

**প্রশ্ন ৪ ॥ বাংলা ভাষা কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** বাংলা ভাষা প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

১. সাধু ভাষা ও ২. চলিত ভাষা।

**প্রশ্ন ৫ ॥ বাংলা ভাষারূপ কয়টি ও কী কী?**

**উত্তর : বাংলা ভাষারূপ দুইটি : যথা–** ১. কথ্যরূপ ও ২. লেখ্য রূপ।

**প্রশ্ন ৬ ॥ সাধু ও চলিত ভাষা কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর : সাধু ভাষা :** বাংলা লেখ্য গদ্যের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রূপকে সাধু ভাষা বলে। দৈনন্দিন কথাবার্তায় সাধু ভাষা ব্যবহার হয় না। যেমন – সে ভাত খাইতেছে।

**চলিত ভাষা :** বাংলা লেখ্য গদ্যের অপেক্ষাকৃত নতুন ও বর্তমানে বহুল প্রচলিত রূপকে চলিত ভাষা বলে। এই ভাষা দৈনন্দিন কথাবার্তায় ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন – সে ভাত খাচ্ছে।

**প্রশ্ন ৭ ॥ আঞ্চলিক ভাষা কাকে বলে?**

**উত্তর :** আমাদের দেশে অঞ্চলভিত্তিক কিছু ভাষা প্রচালিত আছে। এসব নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষ সে অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে। তাদের ভাব বিনিময় করে। অঞ্চলভিত্তিক যে ভাষা প্রচালিত তাকে আঞ্চালিক ভাষা বলে। যেমন– নোয়াখালি□□আঁই আজ তোর লগে কথা কইতাম নয়। চট্টগ্রাম□□গম আছ না বদ্দা ইত্যাদি।

## ব্যাকরণ

মানুষের মনের ভাব আদান প্রদান করা থেকেই ভাষার সৃষ্টি। মানুষ জন্মগ্রহণের পর বড় হতে হতেই নিজ নিজ মাতৃভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ভাষা শেখে। তবে ভাষা সুন্দরভাবে ও শুদ্ধরূপে প্রকাশ করতে হলে অবশ্যই সেই ভাষার ব্যাকরণ জানতে হয়। সুতরাং কোনো ভাষা শুদ্ধ ও সুন্দর রূপে প্রকাশ করার জন্য ব্যাকরণের নিয়ম জানতে হয়।

**প্রশ্ন ১ ॥ ব্যাকরণ কাকে বলে?**

**উত্তর : ব্যাকরণ :** যে পুস্তক পাঠ করলে ভাষা ব্যবহারের নিয়ম – কানুন শুদ্ধভাবে জানা যায় তাকে ব্যাকরণ বলে।

**প্রশ্ন ২ ॥ বাংলা ব্যাকরণ কাকে বলে?**

**উত্তর : বাংলা ব্যাকরণ :** বাংলা ভাষা শেখার নিয়ম–কানুন বা রীতিনীতি যে বইয়ে লেখা থাকে তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

**প্রশ্ন ৩ ॥ ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা লেখ।**

**উত্তর : ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা :** নিচে ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো–

১। ভাষার নিয়ম–কানুন, রীতি–নীতি শেখা।

২। ভাষাকে শুদ্ধভাবে লিখতে ও বলতে শেখা।

৩। সহজ ও সরলভাবে ভাষা প্রয়োগ করতে শেখা।

৪। যে কোনো ভাষা শুদ্ধরূপে পড়া, বলা ও লিখার নিয়ম–কানুন শেখা।

## ধ্বনি

**প্রশ্ন ১ ॥ ধ্বনি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** যে কোনো ভাষার শব্দের ক্ষুদ্রতম একক যাকে আর ভাগ করা যায় না, তাকে সে ভাষার ধ্বনি বলে।

বই = ব্ + অ + ই;

নদী = ন্ + অ + দ্ + ঈ

এখানে ব্, অ, ই; ন্, অ্, দ, ঈ এগুলো ধ্বনি।

**প্রশ্ন ২ ॥ ধ্বনি কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** ধ্বনি দুই প্রকার। যথা– ১. স্বরধ্বনি ও ২. ব্যঞ্জনধ্বনি।

**প্রশ্ন ৩ ॥ স্বরধ্বনি কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।**

**উত্তর : স্বরধ্বনি :** যেসব ধ্বনি অনায়াসে এবং স্বাধীনভাবে নিজেই উচ্চারিত হতে পারে, অন্য কোনো ধ্বনির প্রয়োজন হয় না তাদের স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় মোট ১১টি স্বরধ্বনি আছে। **উদাহরণ :** অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

**প্রশ্ন ৪ ॥ ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে ?**

**উত্তর : ব্যঞ্জনধ্বনি :** যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাস কোথাও না কোথাও বাধা পায় তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে অন্য ধ্বনির সাহায্য প্রয়োজন হয়। বাংলা ভাষায় মোট ৩৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে। **উদাহরণ** – ক, চ, ত, প ইত্যাদি।

## বর্ণ

**প্রশ্ন ১ ॥ বর্ণ কাকে বলে?**

**উত্তর : বর্ণ :** ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ বলা হয়। বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির রূপ, ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন বা প্রতীক। যেমন– অ, আ, ক, খ, গ ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ২ ॥ বাংলা ভাষায় বর্ণ কয়টি?**

**উত্তর :** বাংলা ভাষায় মোট ৫০টি বর্ণ আছে। এগুলোকে একত্রে বর্ণমালা বলে।

**প্রশ্ন ৩ ॥ বর্ণ কয় প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** বর্ণ দুই প্রকার। যথা – ১. স্বরবর্ণ ও ২. ব্যঞ্জবর্ণ

**প্রশ্ন ৪ ॥ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর : স্বরবর্ণ :** যে বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হতে পারে তাকে স্বরবর্ণ বলে। যেমন – অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

**ব্যঞ্জনবর্ণ :** যে বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে না তাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। যেমন– ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি। ক উচ্চারণ করতে ক– এর সাথে একটি অতিরিক্ত বর্ণ অ উচ্চারণ করতে হয়। যেমন – ক্ + অ = ক।

**প্রশ্ন ৫ ॥ যুক্তবর্ণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর : যুক্তবর্ণ :** এক বর্ণের সাথে অন্য বর্ণ যুক্ত হলে সংযুক্ত বর্ণটিকে যুক্তবর্ণ বলে। যেমন → ন্ম = (ন্ + ম) – জন্মভূমি,

জন্মদিন। ত্ন = (ত্ + ন) – রত্ন, যত্ন।

## শব্দ

**প্রশ্ন ১ ॥ শব্দ কাকে বলে?**

**উত্তর :** দুই বা দুইয়ের বেশি বর্ণ মিলিত হয়ে কোনো অর্থ বোঝালে তাকে শব্দ বলে। যেমন : বই, হরিণ, বল, ফল, পাখি, আম, মানুষ ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ২ ॥ উৎপত্তিগত দিক থেকে শব্দ কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** বাংলা ভাষায় শব্দ পাঁচ প্রকার। যথা :

১. তৎসম, ২. অর্ধতৎসম, ৩. তদ্ভব, ৪. দেশি ও ৫. বিদেশি।

**প্রশ্ন ৩ ॥ গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে শব্দকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?**

**উত্তর :** বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহকে গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. মৌলিক শব্দ ও ২. সাধিত শব্দ।

**প্রশ্ন ৪ ॥ অর্থ অনুসারে শব্দ কয় প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** অর্থ অনুসারে শব্দ চার প্রকার। যথা– ১. যৌগিক ২. রূঢ়ি ৩. যোগরূপ ৪. পরিশব্দ (নতুন সৃষ্ট শব্দ)।

## বাক্য

এক বা একাধিক পদ বা বিভক্তিযুক্ত শব্দ মিলিত হয়ে যখন বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তখন তাকে বাক্য বলে।
যেমন– **খাবে?** এখানে বক্তা উহ্য এবং কাউকে খাবে কি না জিজ্ঞেস করছে। সুতরাং এখানে একটি শব্দ দিয়েই বক্তার মনোভাব সম্পুর্ণরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং এটা একটা বাক্য। তেমনি, **আমি স্কুলে যাই**। এখানে কর্তা 'আমি' এবং কর্তার মনোভাব বাকি দুটি পদ দিয়ে সম্পূর্ণ বাক্যের রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং এটিও একটি বাক্য।

**প্রশ্ন ১ ॥ বাক্য কাকে বলে? বাক্যের কয়টি অংশ ও কী কী?**

**উত্তর : বাক্য :** কয়েকটি শব্দ পাশাপাশি বসে যদি কোনো মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশ করে তবে তাকে বাক্য বলে। যেমন : শশী স্কুলে যায়।

লক্ষ করি, "শশী" "স্কুলে" এবং "যায়" তিনটি শব্দ পাশাপাশি বসালে একটি মনের ভাব প্রকাশ করে। তাই এটা একটি বাক্য।

**প্রশ্ন ২ ॥ বাক্যের কয়টি অংশ এবং কী কী?**

**উত্তর :** বাক্যের দু'টি অংশ। যথা : উদ্দেশ্য এবং বিধেয়।

**প্রশ্ন ৩ ॥ উদ্দেশ্য কাকে বলে?**

**উত্তর : উদ্দেশ্য :** কোনো বাক্যে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন : ঐশী বই পড়ে। এখানে 'ঐশী' উদ্দেশ্য।

**প্রশ্ন ৪ ॥ বিধেয় কাকে বলে?**

**উত্তর : বিধেয় :** বাক্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন : শরীফ বই পড়ছে। এখানে বই পড়ছে বিধেয়।

**প্রশ্ন ৫ ॥ বাক্য কয় প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর : বাক্যের প্রকারভেদ :** বাক্য তিন প্রকার। যথা – (১) সরল বাক্য, (২) জটিল বা মিশ্র বাক্য ও (৩) যৌগিক বাক্য।

**উদাহরণ :** **সরল বাক্য** : ইকবাল ক্রিকেট খেলে।
**জটিল বাক্য** : মানুষ যা চায় তা সে পায় না।
**যৌগিক বাক্য** : আমি বল খেলব এবং সে স্কুলে যাবে।

## পদ প্রকরণ

**প্রশ্ন ১ ॥ পদ কাকে বলে?**

**উত্তর : পদ :** বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি অর্থযুক্ত শব্দকে পদ বলে। যেমন– রাকীবা ভাত খায়।

**প্রশ্ন ২ ॥ পদ কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** পদ পাঁচ প্রকার। **যথা–** (১) বিশেষ্য (২) বিশেষণ (৩) সর্বনাম (৪) অব্যয় ও (৫) ক্রিয়া।

**প্রশ্ন ৩ ॥ বিশেষ্য পদ কাকে বলে?**

**উত্তর : বিশেষ্য পদ :** যে পদ দ্বারা কোনো কিছুর নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন– কাশেম, ঢাকা, চন্দ্র ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ৪ ॥ বিশেষ্য পদ কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যথা –

(১) নামবাচক বিশেষ্য (৪) পরিমাণবাচক বিশেষ্য
(২) জাতিবাচক বিশেষ্য (৫) গুণবাচক বিশেষ্য ও
(৩) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (৬) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

**প্রশ্ন ৫ ॥ বিশেষণ পদ কাকে বলে?**

**উত্তর : বিশেষণ পদ :** যে পদ অন্য কোনো পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন– পরিচিতি, বিখ্যাত, দূরে ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ৬ ॥ বিশেষণ পদ কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** বিশেষণ পদ তিন প্রকার। যথা– (১) বিশেষ্যের বিশেষণ। (২) বিশেষণের বিশেষণ ও (৩) ক্রিয়া বিশেষণ।

**প্রশ্ন ৭ ॥ সর্বনাম পদ কাকে বলে?**

**উত্তর : সর্বনাম পদ :** যে পদ বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন– সে, তিনি ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ৮ ॥ সর্বনাম পদ কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** সর্বনাম পদ নয় প্রকার। যথা : (১) ব্যক্তিবাচক সর্বনাম (২) আত্মবাচক সর্বনাম (৩) নির্দেশক সর্বনাম (৪) সাকুল্যবাচক সর্বনাম (৫) প্রশ্নবাচক সর্বনাম (৬) অনির্দেশক সর্বনাম (৭) সাপেক্ষ সর্বনাম (৮) ব্যতিহারিক সর্বনাম ও (৯) অন্যদিবাচক সর্বনাম।

**প্রশ্ন ৯ ॥ অব্যয় পদ কাকে বলে?**

**উত্তর : অব্যয় পদ :** যে পদের কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে অব্যয় পদ বলে। যেমন– ও, এবং, সুতরাং ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ১০ ॥ অব্যয় পদ কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** অব্যয় পদ চার প্রকার। যথা : (১) পদান্বয়ী অব্যয় (২) অনন্বয়ী অব্যয় (৩) সমুচ্চয়ী অব্যয় (৪) ধ্বনাত্মক অব্যয়।

**প্রশ্ন ১১ ॥ ক্রিয়া পদ কাকে বলে?**

**উত্তর : ক্রিয়া :** যে পদের দ্বারা কোনো কিছু করা বা হওয়া বোঝায় তাকে ক্রিয়া পদ বলে। যেমন– খায়, যায়, করে ইত্যাদি।

**নিচে কিছু পদ নির্ণয় করে দেখানো হলো–**

| শব্দ | পদ |
|---|---|
| দেশ | বিশেষণ |
| নদী | বিশেষ্য |
| কিছু | সর্বনাম |
| দিয়ে | অব্যয় |
| করে | ক্রিয়া |
| রাজা | বিশেষ্য |

| | |
|---|---|
| সুখী | বিশেষণ |
| আর | অব্যয় |
| জিজ্ঞেস | ক্রিয়া |
| সে | সর্বনাম |
| এ | সর্বনাম |
| দয়া | বিশেষ্য |
| বাবা | বিশেষ্য |
| করি | ক্রিয়া |
| বাংলাদেশ | বিশেষ্য |
| ফাল্গুন | বিশেষ্য |
| থমথমে | বিশেষণ |
| সরকার | বিশেষ্য |
| ছাত্র | বিশেষ্য |

## লিঙ্গ

যে চিহ্ন ও লক্ষণের সাহায্যে প্রকৃতিতে অবস্থিত বস্তুসমূহ পুরুষ, স্ত্রী বা ক্লীব কি না তা বোঝায়, তাকে লিঙ্গ বলে। যেমন– ছেলেটি নিজের ঘরে বসে পড়ছে। মা আমাকে পড়াচ্ছেন। কলমটি দিয়ে ভালো লেখা হয় না।

উপরের প্রথম বাক্যটিতে **'ছেলেটি'** পদ দ্বারা পুরুষ জাতি বোঝাচ্ছে। দ্বিতীয় বাক্যে **'মা'** পদটি দ্বারা স্ত্রী জাতি বোঝানো হয়েছে। তৃতীয় বাক্যে **'কলমটি'** দ্বারা অপ্রাণিবাচক বস্তু ক্লীব বোঝাচ্ছে।

**প্রশ্ন ১॥ লিঙ্গ কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** লিঙ্গ চার প্রকার। যথা : ১। পুংলিঙ্গ, ২। স্ত্রীলিঙ্গ, ৩। ক্লীবলিঙ্গ ও ৪। উভয় লিঙ্গ।

**প্রশ্ন ২ ॥ পুংলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর : পুংলিঙ্গ :** প্রাণিবাচক যে বিশেষ্য পদের দ্বারা শুধু পুরুষজাতি বোঝায় তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যেমন– আব্বা, স্বামী, রাজা, সিংহ, মামা, ছাত্র, শিক্ষক ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ৩ ॥ স্ত্রীলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর : স্ত্রীলিঙ্গ :** প্রাণিবাচক যে বিশেষ্য পদের দ্বারা শুধু স্ত্রীজাতি বোঝায় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন– আম্মা, স্ত্রী, রানি, সিংহী, মামি, ছাত্রী, শিক্ষিকা ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ৪ ॥ ক্লীবলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর : ক্লীবলিঙ্গ :** অপ্রাণিবাচক যে বিশেষ্য পদের দ্বারা স্ত্রী–পুরুষ কোনো জাতিকে না বুঝিয়ে শুধু অচেতন বস্তুকে বোঝায় তাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন– ইট, বই, কলম, গাছ, পাথর, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ৪ ॥ উভয় লিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর : উভয় লিঙ্গ :** প্রাণিবাচক যে বিশেষ্য পদের দ্বারা পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় জাতিকে বোঝায় তাকে উভয় লিঙ্গ বলে। যেমন– শিশু, বন্ধু, মানুষ, সন্তান, পুলিশ ইত্যাদি।

**লিঙ্গ পরিবর্তন :**

পুংলিঙ্গবাচক বা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দকে ভিন্ন লিঙ্গে রূপান্তরিত করাকে বলা হয় লিঙ্গ পরিবর্তন বলা হয়। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের

কোনো লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না। নিচে বিভিন্ন প্রকার লিঙ্গের কিছু উদাহরণ ছকাকারে উপস্থাপন করা হলো–

| পুংলিঙ্গ | স্ত্রীলিঙ্গ | ক্লীবলিঙ্গ | উভয় লিঙ্গ |
|---|---|---|---|
| ছাত্র | ছাত্রী | ইট | শত্রু |
| স্বামী | স্ত্রী | পাট | শাসক |
| শিক্ষক | শিক্ষিকা | দরজা | বোকা |
| নর | নারী | পাথর | চেয়ারম্যান |
| খোকা | খুকু | ভিক্ষুক | নিয়ন্ত্রক |
| নবাব | বেগম | ফুল | নির্লজ্জ |
| দেবর | ননদ | ফল | বেহায়া |
| যুবক | যুবতী | পানি | নিষ্ঠুর |
| রাজা | রানি | কাগজ | মানুষ |
| বাবা | মা | কলম | শিশু |
| দাদা | দাদি | বই | সন্তান |
| নানা | নানি | পেন্সিল | গরু |
| পুত্র | কন্যা | খাতা | বাছুর |
| ভাই | বোন | বল | পাখি |
| মামা | মামি | চক | পশু |
| চাচা | চাচি | চেয়ার | বন্ধু |
| খালু | খালা | টেবিল | চালাক |

## বচন

বচন অর্থ সংখ্যা। অর্থাৎ যা দিয়ে সংখ্যা বোঝায় তাই বচন। বচন দিয়ে ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বোঝায়।

**প্রশ্ন ১॥ বচন কাকে বলে?**

**উত্তর : বচন :** যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বোঝায় তাকে বচন বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে শব্দ দ্বারা বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সংখ্যা বোঝায় তাকে বচন বলে।

**প্রশ্ন ২ ॥ বচন কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর :** বচন দুই প্রকার। যথা : (১) একবচন ও (২) বহুবচন।

**প্রশ্ন ৩ ॥ একবচন কাকে বলে?**

**উত্তর : একবচন :** যে শব্দ দ্বারা একজন ব্যক্তি বা একটি বস্তু বোঝায় তাকে একবচন বলে।

**উদাহরণ :** বইটি, চাকুটি, ফুলটি, লোকটি ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ৪ ॥ বহুবচন কাকে বলে?**

**উত্তর : বহুবচন :** যে শব্দ দ্বারা একের অধিক ব্যক্তি বা বস্তু বোঝায় তাকে বহুবচন বলে।

উদাহরণ : বইগুলো, কলমগুলো, বালকগুলো, হরিণগুলো ইত্যাদি।

**বচন পরিবর্তন :**

**১. একবচন শব্দের শেষে 'রা', 'এরা', 'য়েরা' যোগ করে :**

| একবচন | বহুবচন | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|---|
| ধনী | ধনীরা | ছেলে | ছেলেরা |
| বন্ধু | বন্ধুরা | বালক | বালকেরা |
| ছাত্র | ছাত্ররা | ভাই | ভাইয়েরা |

**২. শব্দের শেষে 'গুলো', 'বৃন্দ', 'গণ', 'মালা' যোগ করে :**

| একবচন | বহুবচন | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|---|
| ছাত্র | ছাত্রবৃন্দ | বই | বইগুলো |
| পর্বত | পর্বতমালা | সদস্য | সদস্যবৃন্দ |
| বর্ণ | বর্ণগুলো | শিক্ষক | শিক্ষকগণ |

**৩. পর পর দুটি বিশেষ্য পদ ব্যবহার করে :**

| একবচন | বহুবচন | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|---|
| ঘর | ঘরে ঘরে | গাছ | গাছে গাছে |
| বাড়ি | বাড়ি বাড়ি | জন | জনে জনে |

**৪. শব্দের আগে সংখ্যাবাচক শব্দ (দুই, তিন, চার ইত্যাদি) বসিয়ে :**

| একবচন | বহুবচন | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|---|
| দিন | দশ দিন | কুকুর | পাঁচটি কুকুর |
| ঘণ্টা | ছয় ঘণ্টা | আটা | আট কেজি আটা |

## পুরুষ

**প্রশ্ন ১ ॥ পুরুষ কী?**

**উত্তর : পুরুষ :** পুরুষ অর্থ ব্যক্তি। যাকে আশ্রয় বা অবলম্বন করে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন ঘটে, তাকে পুরুষ বলে। যেমন–

আমি/ আমরা স্কুলে যাই।

তুমি/ তোমরা স্কুলে যাও।

সে/ তারা স্কুলে যায়।

উপরক্ত বাক্য তিনটিতে 'যাই, যাও, যায়' ক্রিয়াপদের পুরুষ হচ্ছে যথাক্রমে **আমি/ আমরা, তুমি/ তোমরা, সে / তারা।**

**প্রশ্ন ২ ॥ পুরুষ কয় প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর : পুরুষের প্রকারভেদ :** পুরুষ তিন প্রকার। যথা– ক. উত্তম পুরুষ, খ. মধ্যম পুরুষ ও গ. নাম পুরুষ।

**বিভিন্ন প্রকার পুরুষের উদাহরণ :**

**উত্তম পুরুষ :** আমি, আমরা।

**মধ্যম পুরুষ :** তুমি, তোমরা, আপনি, আপনারা, তুই, তোরা।

**নাম পুরুষ :** সে, তারা, যারা।

## সন্ধি

'সন্ধি' শব্দের অর্থ মিলন। অর্থাৎ, পাশাপাশি দুই বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন : পরীক্ষা = পরি + ঈক্ষা; রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র; অত্যাচার = অতি + আচার; বিদ্যালয় = বিদ্যা + আলয়; বৃষ্টি = বৃষ্ + তি; দিগন্ত = দিক্ + অন্ত।

**প্রশ্ন ১ ॥ সন্ধি কাকে বলে?**

**উত্তর :** পাশাপাশি দুই বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন– বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।

**প্রশ্ন ২ ॥ সন্ধি কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর : সন্ধির প্রকারভেদ :** সন্ধি প্রধানত দুই প্রকার।

১. খাঁটি বাংলা সন্ধি ও ২. তৎসম সন্ধি

খাঁটি বাংলা সন্ধি আবার দু প্রকার : ১. স্বরসন্ধি ও ২. ব্যঞ্জনসন্ধি।

তৎসম সন্ধি তিন প্রকার। যথা– ১. স্বরসন্ধি, ২. ব্যঞ্জনসন্ধি ও ৩. বিসর্গ সন্ধি।

**প্রশ্ন ৩ ॥ স্বরসন্ধি কাকে বলে?**

**উত্তর : স্বরসন্ধি :** স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ মিলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন : কারা + আগার = কারাগার।

**প্রশ্ন ৪ ॥ ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে?**

**উত্তর : ব্যঞ্জনসন্ধি :** ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। যেমন :– দিক্ + অন্ত = দিগন্ত।

**প্রশ্ন : বিসর্গসন্ধি কাকে বলে?**

**উত্তর : বিসর্গসন্ধি :** স্বরবর্ণ অথবা ব্যঞ্জবর্ণের সঙ্গে বিসর্গ (ঃ) মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে।

যেমন– নিঃ + চয় = নিশ্চয়।

**কতিপয় সন্ধি বিচ্ছেদের কিছু উদাহরণ :**

| | |
|---|---|
| মহেশ = মহা + ঈশ | বিদ্যালয় = বিদ্যা + আলয় |
| ঢাকেশ্বরী = ঢাকা + ঈশ্বরী | রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র |
| নরাধম = নর + অধম | সিংহাসন = সিংহ + আসন |
| অতীত = অতি + ইত | দিগন্ত = দিক্ + অন্ত |
| প্রতিচ্ছবি = প্রতি + | পরীক্ষা = পরি + |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ছবি | | | | ঈক্ষা | | | |
| উলাস | = | উৎ | + | নায়ক | = | নৈ | + |
| লাস | | | | অক | | | |
| উজ্জ্বল | = | উৎ | + | নয়ন | = | নে | + |
| জ্বল | | | | অন | | | |
| সংসার | = | সম্ | + | সংবাদ | = | সম্ | + |
| সার | | | | বাদ | | | |
| স্বাগত | = | সু | + | সূর্যোদয় | = | সূর্য | + |
| আগত | | | | উদয় | | | |

## সমাস

'সমাস' শব্দের অর্থ সংক্ষেপণ বা মিলন। অর্থাৎ পদকে একসঙ্গে করে একটি সুন্দর পদে পরিণত করাকে সমাস বলে। বাংলা শব্দ গঠনের অন্যতম উপায় হলো সমাস।

**প্রশ্ন ১ ॥ সমাস কাকে বলে?**

**উত্তর : সমাস :** পরস্পর অর্থ সংগতিপূর্ণ দুই বা ততোধিক পদকে এক পদে পরিণত করাকে সমাস বলে। যেমন –

দুধ ও ভাত = দুধ ভাত।
আমি, তুমি ও সে = আমরা
সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।

**প্রশ্ন ২ ॥ সমাস কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর : সমাসের প্রকারভেদ :** সমাসকে মোট ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা

১. **দ্বন্দ্ব সমাস :** যে পদগুলো নিয়ে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটির আকার ঠিক থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন পিতা ও মাতা = পিতামাতা

২. **কর্মধারয় সমাস :** বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ মিলে যে সমাস হয় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন নীল যে আকাশ = নীলাকাশ।

৩. **তৎপুরুষ সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি ওঠে যাবে এবং পরপদের অর্থই প্রধান হবে তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন।

৪. **বহুব্রীহি সমান :** যে পদগুলোর মধ্যে সমাস হয় সেগুলোর অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কিছু বুঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন দশ আনন (মুখ) যার = দশানন।

৫. **দ্বিগু সমাস :** সংখ্যাবাচক শব্দ আগে বসে যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন চার রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা।

৬. **অব্যয়ীভাব সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদে অব্যয় থাকে, অব্যয়ের অর্থ প্রধান হয় তখন তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন সাধকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য।

## ক্রিয়ার কাল

যে কোনো কাজ একটা সময়ে শুরু এবং শেষ হয়। প্রভেদ শুধু এটুকু যে, হয় কাজটি এখন, অথবা আগে হয়েছিল নতুবা পরে হবে। যেমন– আমি বাজারে যাচ্ছি (কাজটি এখন হচ্ছে)। আমি বাজারে গিয়েছিলাম (কাজটি আগে হয়েছিল)। আমি বাজারে যাব (কাজটি পরে

হবে)। ব্যাকরণে এই সময়কে কাল বলে।

**প্রশ্ন ১ ॥ ক্রিয়ার কাল কাকে বলে? ক্রিয়ার কাল কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর : ক্রিয়ার কাল :** যে সময়ে ক্রিয়ার কাজটি সম্পন্ন হয় বা সংঘটিত হয় তাকে ক্রিয়ার কাল বলে।

**প্রকারভেদ :** ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার।

যথা : ক্রিয়ার কাল → বর্তমান কাল, অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল

**প্রশ্ন ২ ॥ বিভিন্ন প্রকার কালের উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর : বর্তমান কাল :** কোনো কাজ বর্তমান সময়ে হয় বা হচ্ছে তাকে বর্তমান কাল বলে। যেমন –

১। আমি ভাত খাচ্ছি। ২। সে বই পড়ছে।

**অতীত কাল :** যে ক্রিয়ার কাজ আগে শেষ হয়েছিল এমনটি বোঝালে তাকে অতীত কাল বলে। যেমন–

১। আমি বাজারে গিয়েছিলাম। ২। আমি গোসল করেছিলাম।

**ভবিষ্যৎ কাল :** যে ক্রিয়ার কাজ এখনো আরম্ভ হয় নি পরে কোনো সময়ে আরম্ভ হবে তাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন–

১। আমি কাল বাড়ি যাব। ২। তিনি আগামী মাসে আসবেন।

## বিপরীতার্থ শব্দ

| মূল শব্দ | বিপরীত শব্দ | মূল শব্দ | বিপরীত শব্দ |
|---|---|---|---|
| প্রবীণ | নবীন | আকাশ | পাতাল |
| সুখ | দুঃখ | আদর | অনাদার |
| আহার | অনাহার | ইচ্ছা | অনিচ্ছা |
| ভয় | সাহস | গোপন | প্রকাশ |
| ভিতর | বাহির | তরল | কঠিন |
| অমৃত | গরল | অন্ধকার | আলো |
| অধিক | অনধিক | অনুগ্রহ | নিগ্রহ |
| অগ্রজ | অনুজ | অন্তর | বাহির |
| অলস | নিরলস | অধম | উত্তম |
| আদান | প্রদান | আগা | গোড়া |
| আকর্ষণ | বিকর্ষণ | আগে | পরে |
| আবৃত | অনাবৃত | আকাশ | পাতাল |
| আস্থা | অনাস্থা | আমদানি | রপ্তানি |
| আপদ | বিপদ | ইষ্ট | অনিষ্ট |
| ইহলোক | পরলোক | ইতর | ভদ্র |
| ইচ্ছা | অনিচ্ছা | ঈর্ষা | প্রীতি |
| উত্থান | পতন | উদ্ধত | বিনীত |
| উন্মুখ | বিমুখ | উষ্ণ | শীতল |
| উত্তম | অধম | উন্নতি | অবনতি |

| | |
|---|---|
| উদার | সংকীর্ণ |
| উহ্য | স্পষ্ট |
| কুটিল | সরল |
| কুৎসিত | সুন্দর |
| হাসি | কান্না |
| উঠা | নামা |
| কৃতজ্ঞ | কৃতঘ্ন |
| কৃত্রিম | অকৃত্রিম |
| বন্ধু | শত্রু |

| | |
|---|---|
| উপস্থিত | অনুপস্থিত |
| ঊর্ধ্ব | অধঃ |
| সকাল | সন্ধ্যা |
| ঐক্য | অনৈক্য |
| ওস্তাদ | সাগরেদ |
| ভালো | মন্দ |
| দিন | রাত |
| সাদা | কালো |
| ছেলে | মেয়ে |

## সমার্থক শব্দ

**নিচে কিছু সমার্থক শব্দ উল্লেখ করা হলো–**

| মূল শব্দ | সমার্থক শব্দ |
|---|---|
| উঠোন | আঙ্গিনা |
| পালি | টুকরা |
| অবাক | বিস্ময় |
| আপনজন | শুভাকাঙ্ক্ষী |
| আকাশ | গগন |
| সম্পদ | বিত্ত |
| বিশ্ব | দুনিয়া |
| দেহ | তনু |
| জল | পানি |
| বৃষ্টি | বারি |
| হুকুম | আদেশ |
| খেয়াল | ইচ্ছে |
| উজির | মন্ত্রী |
| পাইক | পেয়াদা |
| প্রচণ্ড | ভয়ানক |
| আপন | নিজ |
| স্বাধীন | মুক্ত |
| বীর | সাহসী |
| মন্দ | খারাপ |
| দিন | দিবস |

## প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

অন্ন — ভাত
অন্য — অপর

আপন — নিজ
আপন — দোকান

কুল — বংশ
কূল — তীর

গাঁ — গ্রাম
গা — শরীর

খড় — তৃণ
খর — তীব্র

চাল —চাউল
চাল — ঘরের চালা

ঘোড়া — অশ্ব
ঘোরা — বিচরণ

দিন —দিবস
দীন — দরিদ্র

ঝড় —তুফান
ঝর — ঝরা

ফাঁড়া —বিপদ
ফাড়া — ছেঁড়া, চেরা

পদ্ম — কমল
পদ্য — কবিতা

রশি —দড়ি
রশ্মি — কিরণ

শকল — খণ্ড
সকল — সব

জড় — অচেতন
জ্বর — রোগবিশেষ

নারী — স্ত্রীলোক
নাড়ী — শিরা

মন — অন্তঃকরণ
মণ — চল্লিশ সের

## এক কথায় প্রকাশ

ভাষাকে সাবলীল, সুন্দর, সংক্ষিপ্ত এবং শ্রুতিমধুর করে তোলার জন্য বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশ একটি অন্যতম পদ্ধতি। নিচে এক কথায় প্রকাশের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

শুকনো পাতার শব্দ — মর্মর
যার অন্ত নেই — অনন্ত
অপরের অধীন — পরাধীন
বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ — বীরশ্রেষ্ঠ
ভালোবাসার বাঁধন — প্রীতিডোর
যে বেশি কথা বলে — বাচাল
যে উপকারির উপকার স্বীকার করে — কৃতজ্ঞ
বিদেশে থাকে যে — প্রবাসী
যে উপকারির অপকার করে — কৃতঘ্ন
চিরদিন মনে রাখার যোগ্য — চিরস্মরণীয়
জানার ইচ্ছা — জিজ্ঞাসা
হাতে–কলমে শিক্ষা — ব্যবহারিক শিক্ষা
স্মরণ রাখার যোগ্য — স্মরণীয়
উপকার করবার ইচ্ছা — উপচিকীর্ষা

যে অত্যাচার করে—— অত্যাচারী

বাধা মানে না যে —— অবাধ্য

অনেকের মধ্যে একজন —— অন্যতম

যা সহজে করা যায় —— সহজসাধ্য

যে জমিতে দুবার ফসল হয় —— দোফসলী

নদী মাতা যার —— নদীমাতৃক

যা পূর্বে দেখা যায়নি —— অদৃশ্যপূর্ব

যা সহজে লাভ করা যায় —— সুলভ

যা আগে ঘটেনি এমন —— অভূতপূর্ব

নিজের অধিকার —— স্বাধিকার

মরার মতো —— মৃতপ্রায়

প্রাণ আছে যার —— প্রাণী

চারদিকে ঘুরে আসা —— প্রদক্ষিণ

যার সীমা নেই —— অসীম

পাখির ডাক —— কূজন

যা আসল নয় —— নকল

যার শত্রু জন্মায় নি —— অজাতশত্রু

যা কষ্টে লাভ করা যায় —— কষ্টসাধ্য

লজ্জা বেশি যার —— লাজুক

## বাগ্‌ধারা

**বাগধারা :** যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে বিশিষ্ট অর্থব্যঞ্জক হয়ে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাকে বাগ্‌ধারা বা বাগ্‌বিধি বলে।

**নিচের কতিপয় বাগ্‌ধারার উদাহরণ দেওয়া হলো :**

**অরণ্যে রোদন** (নিস্ফল ক্রন্দন বা আবেদন) —— তার মতো কৃপণের কাছে সাহায্য চেয়ে কাকুতি মিনতি অরণ্যে রোধন মাত্র।

**অমাবস্যার চাঁদ** (দুর্লভ বস্তু) —— সেলিমকে আজকাল দেখাই যাচ্ছে না সে তো অমাবস্যার চাঁদ হয়ে উঠল।

**আকাশ কুসুম** (অসম্ভব কল্পনা) —— আকাশ কুসুম চিন্তা বাদ দিয়ে কাজে নেমে পড়।

**আলালের ঘরের দুলাল** (অতি আদুরে) —— তোমার মতো আলালের ঘরের দুলাল দিয়ে কিছুই হবে না।

**আক্কেল সেলামি** (বোকামির জরিমানা) —— বিনা টিকিট ট্রেনে চড়ে একশত টাকা আক্কেল সেলামি দিতে হলো।

**ঈদের চাঁদ** (মূল্যবান বস্তু) —— বিদেশ থেকে ছেলে দেশে ফেরায় মা যেন ঈদের চাঁদ হাতে পেলেন।

**কলুর বদল** (একটানা খাটুনি) – আমরা কলুর বলদের মতো খাটলাম আর পুরস্কার পেলেন শহরবাসী নেতা!

**গোল্লায় যাওয়া** (নষ্ট হওয়া) – লিটন ভালো ছেলেই তো ছিল, দুষ্ট বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একেবারেই গোল্লায় গেছে।

**ঘোড়ার ডিম** (কিছু না) – লেখাপড়া না করলে পরীক্ষায় ঘোড়ার ডিম পাবে।

**চোখের বিষ** (দেখতে না পারা) – আমি কি তোমার চোখের বিষ যে দেখলেই রেগে ওঠো?

**চুনকালি দেওয়া** (কলঙ্ক দেয়া) – তোমার দাদা– দাদিদের কেউ কোনো পরীক্ষায় ফেল করে নি, তুমি ফেল করে বংশের মুখে চুনকালি দিয়ো না।

**জগা–খিচুড়ি** (অনর্থক জটিলতা) – জগা–খিচুড়ি না পাকিয়ে কী ঘটেছে সোজাসুঝি বলো তো?

**টাকার কুমির** (খুব ধনী) – মেহের বাবু টাকার কুমির হলে কী হবে ১০ টাকার বেশি কোনোদিন চাঁদা দেবে না।

**টাকার গরম** (অর্থের অহঙ্কার) – টুলু মিয়া আগে তো এমন ছিল না এখন মনে হচ্ছে টাকার গরমে ওর ব্যবহার পাল্টে গেছে।

**ঠোঁট কাটা** (স্পষ্ট বক্তা) – জানেন তো আমি ঠোঁট কাটা, তাই অপ্রীতিকর হলেও আপনার ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিচ্ছি।

**ডুমুরের ফুল** (বিরল বস্তু) – বৃত্তি পেয়ে একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে দেখছি।

**হ–য–ব–র–ল** (বিশৃঙ্খল) – স্যার ক্লাস– টেস্টের খাতা দেখলেন, দেখলাম শেষের প্রশ্নের উত্তরটায় একেবারে হ–য–ব–র–ল করে রেখেছি।

**ব্যাঙের সর্দি** (অবাস্তব ব্যাপার) – হাড়কিপ্টে মধু মিয়া যেদিন ১০০ টাকা চাঁদা দেবে, সেদিন ব্যাঙেরও সর্দি হবে।

**বসন্তের কোকিল** (সুসময়ের বন্ধু) – আমার সুসময়ে বসন্তের কোকিলের মতো তুমি এসেছ কূজন করতে।

**দুধে ভাতে থাকা** (সুখে থাকা) – আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

**অক্কা পাওয়া** (মারা যাওয়া) – কলেরায় প্রতিবছর অনেক লোক অক্কা পায়।

**আষাঢ়ে গল্প** ( আজগুবি কেচ্ছা) – তুমি যে রকম আষাঢ়ে গল্প শুরু করেছ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

**আমড়া কাঠের ঢেঁকি** ( অপদার্থ) – তোমার মতো আমড়া কাঠের ঢেঁকি চোখে দেখিনি।

**ইঁচড়ে পাকা** (অকালপক্ব) – আজকাল ইঁচড়ে পাকা ছেলেরা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতে চায় না।

**উত্তম মধ্যম** (প্রহার) – জনতা ডাকাতটিকে ধরে উত্তম মধ্যম দিয়েছিল।

**এলাহি কাণ্ড** (বিরাট আয়োজন) – ধনীর একমাত্র মেয়ের বিয়ে, এলাহি কাণ্ড তো হবেই।

**কৈ মাছের প্রাণ** (যা সহজে মরে না) – ছাদ থেকে লাফ দিয়েও লোকটি মরলো না! যেন কৈ মাছের প্রাণ।

**গোবরে পদ্মফুল** (অস্থানে ভালো জিনিস) – কৃষকের ছেলে ডাক্তারি পাস করেছে, এ যেন গোবরে পদ্মফুল।

## বিরাম চিহ্ন ব্যবহার

ভাষাকে লেখা, বলা বা পড়ার জন্য এবং যথাযথ ভাব প্রকাশের জন্য মাঝে মাঝে থামতে হয়। কোথায় কতটুকু থামতে হবে এবং কীভাবে থামতে হবে তা প্রকাশের জন্য যে চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হয় তাকে বিরাম চিহ্ন বলে।

১। **কমা (,)** : অল্প সময় থামার জন্য কমা বসে। যেমন – শ্রমে ধন আনে, পুণ্যে আনে সুখ। আলম, এদিকে এসো। রশিদ, জসিম, সোহেল, রুবেল ও খালেদ একসাথে গান গেয়েছিল।

২। **সেমিকোলন (;)** : কমার চেয়ে একটু বেশি থামতে হলে সেমিকোলন বসে। যেমন– বড় ছেলেটি জ্ঞানী; ছোটটি একেবারে মূর্খ।

৩। **দাঁড়ি (।)** : বাক্য শেষ হলে দাঁড়ি বসে। যেমন– সমুদ্র নীল। আকাশে সাদা মেঘ।

৪। **প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)** : কোনো কিছু প্রশ্ন করা বোঝালে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন– তোমার নাম কী? তোমার বাড়ি কোথায়?

৫। **বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!)** : বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ, আবেগ ইত্যাদি প্রকাশ করতে বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। যেমন–কী সুন্দর দৃশ্য! হায়! সে আর নেই।

৬। **কোলন (:)** : সাধারণত দৃষ্টান্ত বোঝাতে কোলন বসে। যেমন– সন্ধি প্রধানত দুপ্রকার ; যথা : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

৭। **ড্যাস (— )** : উদাহরণ দিতে বা অন্য বিষয়ের অবতারণা করতে ড্যাস ব্যবহৃত হয়। যেমন– বীনা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে– মুখখানি থমথমে।

৮। **হাইফেন (—)** : দুটি পদের সংযোগস্থলে হাইফেন বসে। যেমন– মাঠ–ঘাট, পিতা–মাতা, দিন–রাত ইত্যাদি।

৯। **বন্ধনী () {} [ ]** : কখনো বাক্যের ভিতরের বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য বন্ধনী ব্যবহার করতে হয়। যেমন– ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনেক ভাষায় (বাংলা, সংস্কৃত, আরবি ইত্যাদি) অভিজ্ঞ ছিলেন।

১০। **উদ্ধরণ চিহ্ন (“ ”)** : কারো কথা অবিকলভাবে উদ্ধৃত করতে উদ্ধরণ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। যেমন– বাবা বললেন, “তোকে ছেড়ে আমি একা কেমন করে থাকব মা!”

## বিরাম চিহ্নের উদাহরণ :

**১। নিচের বাক্যগুলোতে বিরাম চিহ্ন বসাও।**

১. রেজিনা বলল আব্বু ওদের তো খেত দেখানোর কথা
২. মাচায় ঝুলছে লাউ
৩. বাহ আমরা জিতেছি
৪. তোমার নাম কী
৫. সীমা ও পলাশ খুব অবাক হলো

**উত্তর :**

১. রেজিনা বলল আব্বু, ওদের তো খেত দেখানোর কথা।
২. মাচায় ঝুলছে লাউ।
৩. বাহ! আমরা জিতেছি।
৪. তোমার নাম কী?
৫. সীমা ও পলাশ খুব অবাক হলো।

**২। নিচের বাক্যগুলোতে বিরাম চিহ্ন বসাও।**

১. তুমি কি একরাজা ও রানির গল্প শুনেছো
২. রাজার তিন মেয়ে□□শিমুল বকুল ও পারুল
৩. রাজা তাঁর কন্যাদের জিজ্ঞেস করলেন, একসহজ প্রশ্ন
৪. ছোট কন্যা পারুল বলল বাবা আমি তোমাকে নুনের মতো ভালোবাসি
৫. রাজার হুকুম বলে কথা

**উত্তর :**

১. তুমি কি একরাজা ও রানির গল্প শুনেছো?
২. রাজার তিন মেয়ে□□শিমুল, বকুল ও পারুল।
৩. রাজা তাঁর কন্যাদের জিজ্ঞেস করলেন, একসহজ প্রশ্ন।
৪. ছোট কন্যা পারুল বলল, বাবা, আমি তোমাকে নুনের মতো ভালোবাসি।
৫. রাজার হুকুম বলে কথা।

**৩। নিচের বাক্যগুলোতে বিরাম চিহ্ন বসাও।**

১. ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ ১৯৫২ সাল

২. মিছিল বের হলো
৩. কারা গুলি করলো
৪. রফিক সালাম বরকত জব্বার এরকম অনেক নাম
৫. ময়মনসিংহের গফরগাঁয়ে তাঁর বাড়ি

**উত্তর :**

১. ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ। ১৯৫২ সাল।
২. মিছিল বের হলো।
৩. কারা গুলি করলো?
৪. রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার এরকম অনেক নাম।
৫. ময়মনসিংহের গফরগাঁয়ে তাঁর বাড়ি।

**৪। নিচের বাক্যগুলোতে বিরাম চিহ্ন বসাও।**

১. ওদের সাহায্য করল রেবা শেলি সালমা ও শাহীন
২. তাদের কথা খুব মনে পড়ে
৩. বাহ কি সুন্দর তোমার হাতের কাজ
৪. আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে
৫. তুমি চলে যাবে

**উত্তর :**

১. ওদের সাহায্য করল রেবা, শেলি, সালমা ও শাহীন।
২. তাদের কথা খুব মনে পড়ে।
৩. বাহ! কি সুন্দর তোমার হাতের কাজ।
৪. আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে?
৫. তুমি চলে যাবে?

**৫। নিচের অনুচ্ছেদে বিরাম চিহ্ন বসাও।**

শেয়াল বলল আমার খুব খিদে বুড়ি তোমাকে আমি খাব বুড়ি বুদ্ধি করে বলল আমাকে এখন খেয়ো না আমার গায়ে কি মাংস আছে।

**উত্তর :**

শেয়াল বলল, আমার খুব খিদে। বুড়ি, তোমাকে আমি খাব। বুড়ি বুদ্ধি করে বলল, আমাকে এখন খেয়ো না। আমার গায়ে কি মাংস আছে?

**৬। নিচের বাক্যগুলোতে বিরাম চিহ্ন বসাও।**

১. ১৮ই এপ্রিল ১৯৭১ সাল
২. হঠাৎ একটি গুলি এসে বিঁধল এক মুক্তিযোদ্ধার বুকে
৩. মোস্তফা কামাল কোথায় ছিলেন
৪. এ দায়িত্ব কে নেবে
৫. ওহ আমার পায়ে বেশ ব্যথা

**উত্তর :**

১. ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১ সাল।
২. হঠাৎ একটি গুলি এসে বিঁধল এক মুক্তিযোদ্ধার বুকে।

৩. মোস্তফা কামাল কোথায় ছিলেন?

৪. এ দায়িত্ব কে নেবে?

৫. ওহ! আমার পায়ে বেশ ব্যথা।

৭। **নিচের অনুচ্ছেদে বিরাম চিহ্ন বসাও।**

কালো পলকে ঢাকা শরীর তার ঠোঁট খুব শক্ত কা–কা–ডাকে এ পাখিটির নাম বলতে পারবে কাক না কোকিল

**উত্তর :**

কালো পলকে ঢাকা শরীর তার। ঠোঁট খুব শক্ত। কা–কা–ডাকে। এ পাখিটির নাম বলতে পারবে? কাক না কোকিল?

৮। **নিচের বাক্যগুলোতে বিরাম চিহ্ন বসাও।**

১. হঠাৎ রাতুল কান্তাকে ধরে ফেলল

২. সাথে বাবা মা আর বড় বোন কান্তা

৩. কান্তা বলল বরাতুল এদিকে এসো

৪. রাতুলের বাবার নাম কী

৫. ঠিক দুপুরে খেলা করা উচিত নয়

**উত্তর :**

১. হঠাৎ রাতুল কান্তাকে ধরে ফেলল।

২. সাথে বাবা, মা আর বড় বোন কান্তা।

৩. কান্তা বলল, “বরাতুল এদিকে এসো।”

৪. রাতুলের বাবার নাম কী?

৫. ঠিক দুপুরে খেলা করা উচিত নয়।

## অনুচ্ছেদ লিখন

১। **প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্ন তৈরি কর।**

পলাশ ও সীমা এসেছে খালার বাড়ি। খালু রফিক সাহেব উঠোনে বসে চা পান করছিলেন। মেয়ে রেজিনা সেখানে এলো। বলল, আব্বু, ওদের তো খেত দেখানোর কথা। তিনি বললেন, তোমরা এগোও। আমি আসছি।

**উত্তর :**

ক. পলাশ ও সীমা কার বাড়ি এসেছে?

খ. পলাশ ও সীমার খালুর নাম কী?

গ. কাদেরকে খেত দেখানোর কথা?

ঘ. রেজিনা কার মেয়ে?

ঙ. পলাশ ও সীমা রেজিনার কী হয়?

২। **প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্ন তৈরি কর।**

ছোট কন্যা পারুল। বলল, বাবা, আমি তোমাকে নুনের মতো ভালোবাসি। সঙ্গে সঙ্গে রাজার মুখ হয়ে গেল কালো। রানিও শুনে অবাক। এ কেমন কথা। রাজা বেশ অস্থির। ডাকলেন উজির নাজির সেনাপতিকে।

**উত্তর :**

ক. রাজার ছোট কন্যার নাম কী?

খ. ছোট কন্যা রাজাকে কিসের মতো ভালোবাসে?

গ. রাজার মুখ কালো হয়ে গেল কেন?

ঘ. রানি অবাক হলেন কেন?

**৩। প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্ন তৈরি কর।**

আরেক ভাষাশহিদের নাম আবদুস সালাম। নোয়াখালি জেলায় তাঁর বাড়ি। তিনি ঢাকায় চাকরি করতেন। কিন্তু ওইদিন তার চাকরিতে যাওয়া হলো না। ভাষার টানে তিনিও গেলেন মিছিলে।

**উত্তর :**

ক. আরেক ভাষা শহিদের নাম কী?

খ. ভাষা শহিদের বাড়ি কোথায়?

গ. তিনি কোথায় চাকরি করতেন?

ঘ. ওইদিন তাঁর চাকরিতে যাওয়া হলো না কেন?

ঙ. সেদিন তিনি কোথায় গিয়েছিলেন?

**৪। প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্ন তৈরি কর।**

দু দল মিলে নানা রকমের কাজ করল। লম্বা লম্বা শিকল বানালো রঙিন কাগজ দিয়ে। আর্টবোর্ডে ফুল পাতা এঁকে রং করে নিল। তাতে রাংতার ফিতে দিয়ে কারুকাজ করল। রূপা আপামণি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। একটু দেখিয়ে দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। তারপর গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। একটু পরে রুনু ও আনিস এলো তাঁর কাছে।

**উত্তর :**

ক. কিসের ফিতে দিযে কারুকাজ করল?

খ. কে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন?

গ. মাঝে মাঝে তিনি কী করছিলেন?

ঘ. তিনি কোথায় গিয়ে বসলেন?

ঙ. একটু পরে কারা তাঁর কাছে এলো?

**৫। প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্ন তৈরি কর।**

এক ছিল কুঁজো বুড়ি। বুড়ির ছিল তিনটি কুকুর। রঙ্গা, বঙ্গা আর ভুতো। বুড়ি ঠিক করল নাতনির বাড়ি যাবে। তাই রঙ্গা, বঙ্গা আর ভুতোকে ডাকল। বলল, তোরা বাড়ি পাহারা দে। আমি নাতনিকে দেখে আসি।

**উত্তর :**

ক. কুঁজো বুড়ির কয়টি কুকুর?

খ. কুকুরগুলোর নাম কী?

গ. বুড়ি কী ঠিক করলো?

ঘ. কারা বাড়ি পাহারা দিবে?

ঙ. বুড়ি কার বাড়ি যাবে?

**৬। প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্ন তৈরি কর।**

৭ই মার্চ ভাষণ দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঐ ভাষণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। মোস্ত ফা কামাল তখন চব্বিশ বছরের সাহসী যুবক। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে তাঁর বক ফুলে ওঠে। মুক্তির স্বপ্নে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর চোখ।

**উত্তর :**

ক. কে ৭ই মার্চ ভাষণ দেন?

খ. কে স্বাধীনতার ডাক দেন?

গ. মোস্তফা কামারে তখন বয়স কত?

ঘ. মোস্তফা কামালের বুক ফুলে ওঠল কেন?

ঙ. কিসের স্বপ্নে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর চোখ?

**৭। প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্ন তৈরি কর।**

ময়না দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি মিষ্টি তার গান। অন্য পাখির ডাক, মানুষের কথা অবিকল নকল করতে পারে সে। এ জন্য মানুষ তাকে শখ করে পোষে, নানা কথা শেখায়। ময়নার রং কালো। চোখের নিচে ও মাথার পেছন দিকে হলুদ চওড়া রেখা টানা। তার ঠোঁট কমলা লালে মেশানো। পা দুটি তার হলুদ।

**উত্তর :**

ক. ময়না দেখতে কেমন?

খ. মানুষের কথা নকল করতে পারে কে?

গ. মানুষ কেন শখ করে ময়না পোষে?

ঘ. কারা কথা শেখায়?

ঙ. ময়নার রং কেমন?

**৮। প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্ন তৈরি কর।**

গ্রামের নাম শীতলপুর। তপুর মামাবাড়ি। গ্রামখানি ছবির মতো সুন্দর। প্রতি বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে তপু মামাবাড়ি যায়। সাথে বাবা, মা আর বড় বোন কান্তা। শহর ছেড়ে দূরে কয়েকটা দিন খুব আনন্দে সময় কাটে।

**উত্তর :**

ক. গ্রামের নাম কী?

খ. তপুর মামার বাড়ি কোথায়?

গ. তপু কখন তার মামার বাড়ি বেড়াতে যায়?

ঘ. তপুর সাথে আর কে কে গেল?

ঙ. মামার বাড়িতে তপুর সময় কেমন কাটে?

**৯। প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্ন তৈরি কর।**

মানুষকে ও দেশকে ভালোবাসতেন শিল্পী কামরুল হাসান। সেজন্য ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। তাঁর ছবিতে মানুষ ও দেশের প্রতি ভালোবাসার কথা আছে। 'তিন কন্যা' 'নাইওর' 'উঁকি' ইত্যাদি তাঁর ছবির নাম। এসব ছবিতে ফুটে ওঠেছে গ্রামের মানুষের জীবন।

**উত্তর :**

ক. শিল্প কামরুল হাসান কাকে ভালোবাসতেন?

খ. তিনি কী জন্য মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন?

গ. কত সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল?

ঘ. কামরুল হাসানের তিনটি ছবির নাম লেখ।

ঙ. তাঁর ছবিতে কী ফুটে ওঠেছে?

## চিঠিপত্র

▶▶ **চিঠি বা পত্র :** দূরের কোনো ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নির্বিশেষে তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কাগজে লিখে প্রকাশ করাকে চিঠি বা পত্র বলে।

▶▶ **চিঠি বা পত্র লেখার নিয়ম :** চিঠি বা পত্র লেখার সময় কয়েকটি সাধারণ নিয়ম পালন প্রয়োজন। যেমন-

১. সরল, সুন্দর ভাষা ব্যবহার।
২. নির্ভুল বানান ও সুন্দর হস্তাক্ষর।
৩. সঠিক বিরতি চিহ্ন ব্যবহার।
৪. চলিত বা সাধু যে কোনো একটি রীতি অনুসরণ।
৫. একই কথার পুনরাবৃত্তি পরিহার করা।
৬. পাত্রভেদে সম্মান ও স্নেহাদিসূচক বাক্য ব্যবহার।

▶▶ **পত্রের প্রকারভেদ :**

১। **ব্যক্তিগত বা সাংসারিক পত্র :** ব্যক্তি জীবনের পত্র সাংসারিক পত্র হিসেবে পরিচিত। এ জাতীয় পত্র আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে লেখা হয়। একে ব্যক্তিগত পত্র বলে।

২। **বৈষয়িক বা ব্যবহারিক পত্র :** সরকারি পত্র, ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্র, আবেদনপত্র ইত্যাদিকে বৈষয়িক বা ব্যবহারিক পত্র বলে।

▶▶ **পত্রের বিভিন্ন অংশ**

সকল প্রকার পত্রের ছয়টি অংশ থাকে। যেমন :

১। **মঙ্গালাচরণ :** পত্রের উপরের অংশের ঠিক মাঝখানে মুসলমানেরা আল্লাহর নাম এবং হিন্দুরা দেবদেবীর নাম লিখে থাকেন।

২। **পত্র লেখকের ঠিকানা ও তারিখ :** পত্রের উপরে ডান দিকে লেখকের ঠিকানা ও তারিখ লেখা হয়ে থাকে।

৩। **সম্বোধন :** পত্রের এ অংশে পত্র প্রাপককে সম্বোধন করা হয়ে থাকে।

৪। **পত্রের মূল বিষয়বস্ত্ :** পত্রের এ অংশে লেখকের মনের কথা সহজ ভাষায় লিখে থাকে।

৫। **লেখকের স্বাক্ষর :** পত্র লেখা শেষ হলে পত্রের নিচে ডানদিকে 'ইতি' কথাটি লিখে লেখকের নিজের নাম ও ঠিকানা লিখতে হয়।

৬। **প্রাপকের ঠিকানা :** এ অংশে খামের উপর পত্র প্রাপকের নাম ও তার ঠিকানা লিখতে হয়।

## ব্যক্তিগত পত্রের নমুনা

১। **বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে জানিয়ে তোমার পিতার নিকট পত্র লেখ।**

এলাহি ভরসা

মেঘনা
১/১/২০১৪ ইং

শ্রদ্ধেয় বাবা,

পত্রে আমার সালাম নিবেন। গতকাল আমাদের বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। আপনাদের দোয়ায় আমি ১৯০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। বাংলায় ও ইংরেজিতে ৯৫ নম্বর করে পেয়েছি এবং অংকে ৯৯ নম্বর পেয়েছি। আপনাদের দোয়ায় আমি ভালো আছি। আম্মাকে আমার সালাম দিবেন। ছোট ভাই-বোনদের জন্য রইল আমার আদর ও শুভেচ্ছা। আমার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করবেন। পত্র পেয়ে উত্তর দিবেন।

ইতি-
আপনার স্নেহের
আবেদ মেহেদী

| | | |
|---|---|---|
| | | ডাক |

| | |
|---|---|
| প্রেরক,<br>----------<br>-<br>----------<br>-<br>----------<br>-<br>----------<br>- | টিকিট<br>প্রাপক,<br>----------<br>-<br>----------<br>-<br>----------<br>-<br>----------<br>- |

**২। তোমার ছোট ভাইয়ের জন্মদিন উপলক্ষে তোমার কোনো বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে একটি পত্র লেখ।**

এলাহি ভরসা

গাজিরখামার, শেরপুর
২/৩/২০১৪ইং

প্রিয় সজল,

শুভেচ্ছা নিও। অনেক দিন হলো তোমার কোনো চিঠি পাই নি। আগামী ২৭ মার্চ সোমবার আমার ছোট ভাই মোতালেবের জন্মদিন। বাবা এ উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। অনুষ্ঠানের দিন তুমি অবশ্যই আসবে। তুমি এলে বেশ মজা হবে। তোমার জন্য অপেক্ষায় থাকবো। তুমি না এলে আমার মনে কোনো আনন্দ থাকবে না।

তোমার বাবা ও মাকে আমার সালাম দিও। ছোটদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা দিও।

ইতি–
তোমার প্রিয় বন্ধু
খোরশেদ আলম

| | |
|---|---|
| | ডাকটিকিট |
| প্রেরক,<br>নাম<br>গ্রাম/ বাড়ি নম্বর<br><br>ডাকঘর<br>জেলা<br>পোস্ট কোড | প্রাপক<br>নাম<br>গ্রাম/ বাড়ি নম্বর<br><br>ডাকঘর<br>জেলা<br>পোস্ট কোড |

**৩। বনভোজনের বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।**

এলাহি ভরসা

কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ
৫/১২/২০১৩ইং

প্রিয় খালেদ,

শুভেচ্ছা নিও। গত কয়েক দিন আগে আমরা স্কুলের কয়েকজন বন্ধু মিলে বনভোজনে গিয়েছিলাম। আশা করেছিলাম তুমিও

আমাদের সাথে থাকবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তেও তুমি যখন এলে না তখন আমাদের বাস ছেড়ে দিল। তোমাকে না পেয়ে বেশ দুঃখ নিয়েই বনভোজন করে এসেছি। তুমি যাতে অন্তত কিছুটা খুশি হতে পার এজন্য সংক্ষিপ্তভাবে জানাচ্ছি আমাদের আনন্দঘন বনভোজনের কাহিনী। আমরা গিয়েছিলাম কাপ্তাই থেকে প্রায় পনের মাইল দূরে রাঙামাটির কুড়িয়ানা। কুড়িয়ানা বনভোজনের জন্য একটি সুন্দর জায়গা। সকাল ৮টায় আমরা স্পীডবোটে রওয়ানা হয়েছিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাই। আমরা স্পীডবোটে যাওয়ার সময় লেকের দুই তীরের ঘন সবুজের মনোরম দৃশ্য বেশ উপভোগ করলাম। তুমি থাকলে কত ভালো হতো, তাই না।

আজ আর নয়। আগামীতে তোমার কুশল কামনা করে চিঠি শেষ করছি।

ইতি–

তোমারই বন্ধু

আমীন

| | ডাকটিকিট |
|---|---|
| প্রেরক,<br>নাম<br>গ্রাম/ বাড়ি নম্বর<br><br>ডাকঘর<br>জেলা<br>পোস্ট কোড | প্রাপক<br>নাম<br>গ্রাম/ বাড়ি নম্বর<br><br>ডাকঘর<br>জেলা<br>পোস্ট কোড |

## দরখাস্ত বা আবেদনপত্রের নমুনা

**১। তোমার অসুখ হওয়ায় তুমি একদিন স্কুলে আসতে পার নি। উক্ত একদিনের ছুটি মঞ্জুরের জন্য তোমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি দরখাস্ত লেখ।**

২৮ই জানুয়ারি ২০১৪ইং

বরাবর,

প্রধান শিক্ষক

কান্দিগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুলিয়ারচর

কিশোরগঞ্জ।

**বিষয় : অসুস্থতার জন্য একদিনের ছুটি মঞ্জুরের আবেদন।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি হঠাৎ করে সর্দি জ্বরে আক্রান্ত হই। ফলে ২৬শে জানুয়ারি রবিবার বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারি নি।

অতএব, অনুগ্রহ করে উক্ত একদিনের ছুটি মঞ্জুর করতে যেন মহোদয়ের আজ্ঞা হয়।

নিবেদক–

আপনার একান্ত বাধ্যগত ছাত্র

সৈয়দ শরীফ

তৃতীয় শ্রেণি, রোল নং–৩

২। **বোনের বিবাহ উপলক্ষে চার দিনের ছুটি চেয়ে তোমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নিকট একটি দরখাস্ত লেখ।**

১২ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ইং

বরাবর,

প্রধান শিক্ষক

বাংলাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।

**বিষয় : বোনের বিবাহ উপলক্ষে চার দিনের ছুটির আবেদন।**

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর, রোজ বুধবার আমার বড় বোনের বিয়ে। এ উপলক্ষে ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪ দিন আমি স্কুলে উপস্থিত হতে পারবো না।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা আমাকে উক্ত চার দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

নিবেদক

আপনার একান্ত বাধ্যগত ছাত্রী

রোকাইয়া শশী

তৃতীয় শ্রেণি

রোল নং–১

৩। **বিনা বেতনে পড়ার জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।**

২৮ই মার্চ ২০১৩ইং

বরাবর,

প্রধান শিক্ষক

ছয়সূতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ।

**বিষয় : বিনাবেতনে পড়ার জন্য আবেদন।**

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের একজন দরিদ্র ছাত্র। বিগত কয়েক বছর যাবত আপনার অনুগ্রহে আমার পড়াশুনার সুব্যবস্থা হয়ে আসছে। বাড়ি হতে আমার কোনো পড়শোনার খরচ লাগে নি। আমি প্রতি ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়ে আসছি।

অতএব, মেহেরবানী করে আমাকে একজন অবৈতনিক ছাত্র হিসেবে আপনার স্কুলে অধ্যয়ন করার সুযোগ দান করতে যেন মর্জি হয়।

নিবেদক–

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র

ফিরোজ আহমেদ

তৃতীয় শ্রেণি, 'ক' বিভাগ, ক্রমিক নং–১

## ফরমপূরণকণের নমুনা

১। বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নিচের ফরমটি পূরণ কর।

**ছয়সূতী প্রাথমিক বিদ্যালয়**

মেঘনা, কুমিল্লা।

১. নাম :
২. মাতার নাম :
৩. পিতার নাম :
৪. যে শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক :
৫. পূর্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম :
৬. অত্র বিদ্যালয়ে ভর্তির কারণ :
৭. জন্ম তারিখ :
৮. বর্তমান ঠিকানা :
৯. স্থায়ী ঠিকানা :
পোস্ট :
থানা/উপজেলা :
জেলা :

_____

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

**উত্তর :** নিচের ফরমটি পূরণ করে দেখানো হলো–

ছয়সূতী প্রাথমিক বিদ্যালয়
মেঘনা, কুমিল্লা।

১. নাম : সিজান
২. মাতার নাম : সালমা
৩. পিতার নাম : খোরশেদ আলম
৪. যে শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক : ৩য় শ্রেণি
৫. পূর্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম : পলাশতলি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬. অত্র বিদ্যালয়ে ভর্তির কারণ : আবাসস্থল পরিবর্তন
৭. জন্ম তারিখ : ২০০৬
৮. বর্তমান ঠিকানা : ছয়সূতি, মেঘনা, কুমিল্লা
৯. স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : রামপ্রসাদের চর
পোস্ট : চালিঙ্গা
থানা/উপজেলা : মেঘনা
জেলা : কুমিল্লা

*সিজান*

_____

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

২। বিদ্যালয় পাঠাগার থেকে বই নেওয়ার জন্য নিচের ফরমটি পূরণ কর।

**হাসান আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়**

**চাঁদপুর**

তারিখ : স্মারক নং–

১. নাম :
২. শ্রেণি :
৩. শাখা :
৪. রোল নম্বর :
৫. বইয়ের নাম :
৬. বইয়ের কোড নম্বর :
৭. বই ফেরতের তারিখ :

_____

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

**উত্তর :** নিচে ফরমটি পূরণ করে দেখানো হলো–

**হাসান আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়**

**চাঁদপুর**

তারিখ : ১.০২.২০১৪ইং স্মারক নং–৩/৮৭

১. নাম : মেঘনা
২. শ্রেণি : তৃতীয়
৩. শাখা : ক
৪. রোল নম্বর : ২
৫. বইয়ের নাম : ছাড়পত্র
৬. বইয়ের কোড নম্বর : কবিতা/৯৫
৭. বই ফেরতের তারিখ : ১০.০২.২০১৪ইং

*মেঘনা*

_____

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

৩। মনে কর, তোমার এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তুমি তাতে অংশগ্রহণ করতে চাও। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নিচের ফরমটি পূরণ কর।

**চন্দনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা**

**প্রতিযোগিতা ফরম**

১. শিক্ষার্থী নাম :
২. বিদ্যালয়ের নাম :
৩. শ্রেণি :
৪. রোল নং :

৫. যে সব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক :

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

(ঘ) .....

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর  শিক্ষার্থীরা স্বাক্ষর

**উত্তর :** নিচে ফরমটি পূরণ করে দেখানো হলো–

**চন্দনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা**

**প্রতিযোগিতা ফরম**

১. শিক্ষার্থী নাম : কবিতা

২. বিদ্যালয়ের নাম : চন্দনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়

৩. শ্রেণি : তৃতীয়

৪. রোল নং : ৫

৫. যে সব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক :

(ক) ১০০ মিটার দৌড়

(খ) মনে রাখার খেলা

(গ) দীর্ঘ লাফ

(ঘ) যেমন খুশি তেমন সাজ

*কবিতা*

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর  শিক্ষার্থীরা স্বাক্ষর

## প্রবন্ধ বা রচনা

কোনো বিষয় সম্পর্কে মনের কথা গুছিয়ে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করার নাম প্রবন্ধ বা রচনা। প্রবন্ধ বা রচনা লেখার সময় কতকগুলো বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। নিচে তা দেওয়া হলো :

- ❖ যে বিষয়ে রচনা লিখবে, তা ভালো করে চিন্তা করতে হবে।
- ❖ অযৌক্তিক কথা বাদ দিতে হবে।
- ❖ একই কথা যেন বারবার না লেখা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ❖ বিষয়বস্তুটিকে কয়েকটি পয়েন্ট আকারে ভাগ করতে হবে। এরপর সুন্দরভাবে সাজিয়ে লিখতে হবে।
- ❖ রচনার বক্তব্য সহজ ও সরল ভাষায় লিখতে হবে।
- ❖ সাধু ও চলিত যে কোনো এক ভাষায় লিখতে হবে।

### আমার মা

**ভূমিকা :** 'মা' ছোট্ট একটি শব্দ। অথচ এর মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশ্বজোড়া সান্ত্বনা। মায়ের মতো আপনজন এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। হাদিস শরিফে আছে, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। মাকে আমি ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি।

**মায়ের স্নেহ :** মায়ের স্নেহ–মমতা অসীম। সন্তানের ভালোর জন্য মায়ের চিন্তা সারাক্ষণ। একটু চোখের আড়াল হলেই মা অস্থির হয়ে পড়েন। স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হলে মা কেঁদে ফেলেন। সন্তানের কোনো অসুখ হলে মায়ের দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। সারারাত না ঘুমিয়ে রুগ্ন সন্তানের শিয়রে বসে থাকেন আর আল্লাহর কাছে সন্তানের সুস্থতার জন্য মোনাজাত করেন। অনেক সময় নিজে না খেয়ে সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেন।

নিজের জীবন দিয়ে হলেও মা সন্তানের সুখ–শান্তি ও মঙ্গল কামনা করেন। সন্তানের সফলতায় মা আনন্দিত হন। মায়ের স্নেহের তুলনা নেই। মায়ের স্নেহ–মমতা ও আশীর্বাদ ছাড়া জগতে কেউ উন্নতি লাভ করতে পারে না। রোগে–শোকে, দু:খ–যন্ত্রণায় মায়ের স্নেহমাখা হাত শান্তির পরশ এনে দেয়।

**মায়ের প্রতি কর্তব্য :** মা আমাদের জীবনে প্রথম বন্ধু, খেলার সাথী, পথপ্রদর্শক ও শিক্ষাগুরু। মায়ের স্নেহমাখা হাতে আমাদের চলার গতি ও শিক্ষাজীবন শুরু হয়। মায়ের প্রতি তাই আমাদেরও অনেক কর্তব্য রয়েছে। মাকে খুশি রাখার মধ্যে রয়েছে সন্তানের যাবতীয় সুখ। কখনো মায়ের অবাধ্য হতে নেই। মায়ের আদেশ–উপদেশ মেনে চলা প্রত্যেক সন্তানেরই প্রধান অন্যতম কর্তব্য।

**উপসংহার :** পৃথিবীর সব সন্তানের সব রকমের সুখ মায়ের সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভক্তি মানুষকে করে তোলে মহীয়ান। মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ মায়ের আশীর্বাদ।

### আমাদের বিদ্যালয়

**সূচনা :** আমাদের বিদ্যালয়ের নাম আগানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি ভৈরব শহরে অবস্থিত। এটি এ এলাকার সবচেয়ে ভালো বিদ্যালয়।

**বর্ণনা :** আমাদের বিদ্যালয়ের গৃহটি ইউ (ট) আকৃতির পাকা দালান। এই বিদ্যালয়ে পনেরটি কামরা আছে। এদের মধ্যে নয়টি কামরা শ্রেণির জন্য এবং অন্যান্যগুলো অফিসের জন্য। প্রায় আটশত ছাত্রছাত্রী এ বিদ্যালয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ে ১৫ জন শিক্ষক আছেন। তারা উচ্চ শিক্ষিত। আমাদের বিদ্যালয় সকাল ৮–৩০ মিনিটে বসে এবং বিকেল ৪টায় ছুটি হয়।

**খেলাধুলা :** আমাদের বিদ্যালয়ে একটি বড় খেলার মাঠ আছে। এখানে আমরা খেলাধুলা করি।

**উপসংহার :** আমাদের বিদ্যালয়টি ভৈরবের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বিদ্যালয়। আমরা আমাদের বিদ্যালয়কে অত্যন্ত ভালোবাসি। আমরা আমাদের বিদ্যালয় নিয়ে সত্যিই গর্ববোধ করি।

## গরু

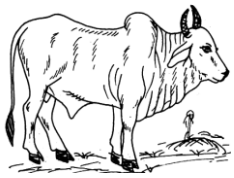

**সূচনা** : গরু গৃহপালিত উপকারি প্রাণী। গরু আমাদের সবার পরিচিত। পৃথিবীর সর্বত্র এদের পাওয়া যায়।

**আকৃতি** : গরুর চারটি পা, দুটি কান, দুটি চোখ, মাথায় দুটি শিং এবং পেছনে একটি লেজ আছে। লেজের শেষভাগে একগোছা চুল আছে। লেজ দিয়ে গরু মশা, মাছি তাড়ায়। এটি প্রায় চার পাঁচ হাত লম্বা ও তিন চার হাত উঁচু হয়। এদের সারা শরীর ঘন লোমে আবৃত থাকে। মুখের নিচের পাটিতে দাঁত আছে। উপরের পাটিতে দাঁত নেই। এদের পায়ের খুরগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। পৃথিবীতে বিশেষ করে লাল, কালো, সাদা ও ধূসর রঙের গরু দেখা যায়।

**স্বভাব** : গরু স্তন্যপায়ী প্রাণী। গরু শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির।

**খাবার** : গরু তৃণভোজী প্রাণী। গরু সাধারণত ঘাস, খড়, খৈল, ভূসি খায়।

**উপকারিতা** : গরু সর্বাপেক্ষা উপকারি প্রাণী। ষাঁড় ও বলদ গরু লাঙ্গল ও গাড়ি টানে। গাভীর দুধ আদর্শ খাদ্য। গরুর গোবর উৎকৃষ্ট সার। জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। গরুর চামড়া দিয়ে জুতা ও ব্যাগ তৈরি হয়।

**উপসংহার** : আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে গরুর উপকারিতা অনেক। তাই গরুর যত্ন নেয়া সকলের কর্তব্য।

## বিড়াল

**সূচনা** : বিড়াল গৃহপালিত ও স্তন্যপায়ী প্রাণী। বিড়াল দেখতে বাঘের মতো। তাই একে বাঘের মাসী বলা হয়। সব দেশেই বিড়াল দেখা যায়।

**আকৃতি** : বিড়াল চতুস্পদী জন্তু। এদের দুটি কান, একটি লেজ আছে। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ ও গোল। রাতে এরা সবকিছু দেখতে পায়। বিড়ালের লোমে বিড়ালের দেহ ঢাকা থাকে। প্রত্যেক পায়ে পাঁচটি করে নখ আছে। বিড়াল আকারে ছোট। নরম এদের দাঁত শক্ত ও ধারালো। বিড়ালের পায়ের নিচে নরম মাংসপিন্ড আছে। তাই হাঁটতে কোনো শব্দ হয় না। এরা সাদা, কাল লালছে ও ডোরাকাটা বিভিন্ন রকমের হয়।

**স্বভাব** : বিড়াল প্রভুভক্ত প্রাণী। কারো ক্ষতি করে না। নরম বিছানা এদের পছন্দ। ক্ষুধায় ও আনন্দে মিঁউ মিঁউ করে ডাকে। বিড়াল শান্ত মেজাজের এবং আরামপ্রিয় হয়ে থাকে। বিড়াল একসাথে চার/পাঁচটি বাচ্চা প্রসব করে। এরা দশ/বারো বছর বেঁচে থাকে।

**খাদ্য** : বিড়াল ভাত, মাছ, মাংস ও দুধ খায়। দুধ খেতে এরা খুব ভালোবাসে। বিড়াল চুরি করে অনেক সময় ভালো খাবার খেয়ে ফেলে।

**উপকারিতা** : বিড়াল ইঁদুর মারে। ইঁদুরের উৎপাত থেকে বাড়িঘর ও মানুষকে রক্ষা করে। তাছাড়া পোকামাকড়, আড়শোলা, বিছা খেয়ে আমাদের উপকার করে। এরা কখনও কখনও সাপও মারে।

**অপকারিতা** : বিড়ালের মুখ দেয়া খাবার খাওয়া উচিত নয়। এর মুখের লালা থেকে ডিপথেরিয়া রোগ হয়।

**উপসংহার** : পোষা প্রাণীর মধ্যে বিড়ালই আমাদের কাছাকাছি থাকে। এদের স্বভাবের জন্যই মানুষের সাথে সহজে ভাব জমে ওঠে। তাই এদেরকে সবাই আদর করে, ভালোবাসে।

## সোনালি আঁশ বা পাট

**সূচনা** : পাট এক ধরনের গাছের আঁশ। পাটকে বাংলাদেশের স্বর্ণসূত্র বা সোনালি আঁশ বলা হয়।

**বর্ণনা** : পাট গাছের বাকলের আঁশ থেকে পাট হয়। পাট গাছ ৪/৫ হাত থেকে ১০/১১ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এর ডালপালা বড় হয় না। পাট গাছের ভেতরের অংশকে পাটকাঠি বলে।

**জন্মস্থান** : বাংলাদেশের উষ্ণ জলবায়ু পাট চাষের জন্য বেশ উপযোগী। তাই বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশি পাট উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের বাইরে মিসর, চীন, শ্রীলংকা, ভারত ও থাইল্যান্ডে পাট

উৎপন্ন হয়।

**চাষ প্রণালী :** চৈত্র–বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হলে বীজ বুনতে হয়। পাটের চারা বড় হতে থাকলে নিড়ানি দিয়ে বারবার আগাছা পরিষকার করতে হয়। শ্রাবণ–ভাদ্র মাসে পাট গাছ বড় হলে কেটে ২০/২৫ দিন পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হয়। একে জাগ দেয়া বলে। পাট গাছ পচে গেলে আঁশগুলো গাছ থেকে আলাদা করা হয়। এরপর পানিতে ধুয়ে রোদে ভালো করে শুকিয়ে বাজারজাত করতে হয়।

**উপকারিতা :** পাট আমাদের অনেক কাজে লাগে। পাট দিয়ে চট, থলে, কম্বল, কাপড়, কাগজ প্রভৃতি তৈরি হয়।

**উপসংহার :** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পাটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাট ও পাটজাত শিল্পের প্রতি আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত।

## আমাদের গ্রাম

**সূচনা :** আমাদের গ্রামের নাম মাছিমপুর। এটি নরসিংদী জেলায় অবস্থিত। গ্রামের পাশ দিয়ে মেঘনা নদী বয়ে চলেছে। গ্রামটি দু'মাইল লম্বা এবং প্রস্থে এক মাইল। আমি এখানকার বাসিন্দা।

**অধিবাসী :** এ গ্রামে প্রায় তিন হাজার লোকের বাস। বেশির ভাগই মুসলিম পরিবার। তাছাড়া কয়েকটি হিন্দু পরিবারও আছে। সবাই মিলেমিশে থাকি। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। কয়েক পরিবার জেলে ও তাঁতি রয়েছে। অনেকেই দেশ–বিদেশে উচ্চ পদে চাকরি করেন।

**পারিপার্শ্বিক অবস্থা :** আমাদের গ্রামে যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ ভালো। গ্রামের মাঝ দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের পাকা রাস্তাটি চলে গেছে। বেশিরভাগ ঘরবাড়িই টিনের। বর্তমানে অনেকগুলো ইটের বাড়িও রয়েছে। এ গ্রামে ধান, গম, আখ ইত্যাদি ফসল জন্মে। প্রায় সারা বছরই ধানের চাষ হয়।

**প্রতিষ্ঠান :** আমাদের গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিনটি মাদ্রাসা, একটি ডাকঘর, একটি সরকারি হাসপাতাল আছে।

**খেলাধুলা :** এ গ্রামে একটি বড় খেলার মাঠ আছে। এখানকার যুবক ও কিশোরেরা নিয়মিত খেলাধুলা করে।

**প্রাকৃতিক দৃশ্য :** মেঘনার তীরে ছায়া ঢাকা আমাদের গ্রাম। ঘন সবুজে ঢাকা গাছগাছালির শান্ত পরিবেশ। আবহাওয়া খুবই স্বাস্থ্যকর।

**উপসংহার :** আমাদের গ্রামটি একটি আদর্শ গ্রাম। গ্রামের সকলেই পরিশ্রমী। সবাই মিলেমিশে থাকি। তাই এ গ্রামটিকে নিয়ে আমি গর্বিত।

## বর্ষাকাল

**সূচনা :** ঋতু বৈচিত্র্যে ভরা এই বাংলাদেশ। ছয়টি ঋতুর মধ্যে বর্ষা দ্বিতীয়। বাংলাদেশের কৃষি বর্ষার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তাই বর্ষা এদেশের প্রধান ঋতু।

**বর্ষার আগমন :** গ্রীষ্মের পরই আসে বর্ষা। আষাঢ়–শ্রাবণ এ দু'মাস বর্ষাকাল। অনেক সময় আশ্বিন মাস পর্যন্ত বর্ষা স্থায়ী হতে দেখা যায়।

**প্রাকৃতিক অবস্থা :** বর্ষাকালে আকাশ প্রায়ই কালো মেঘে ঢাকা থাকে। কখনো মেঘ ডাকে এবং বিজলী চমকায়। কখনও মুষলধারে, আবার কখনো টুপটাপ বৃষ্টি পড়ে। মাঝে মাঝে একটানা বৃষ্টি হয়। তখন সূর্যের মুখ দেখা যায় না। মাঠঘাট পানিতে ডুবে যায়। যেদিকে দৃষ্টি যায় শুধু পানি আর পানি। বর্ষায় গ্রাম্যদৃশ্য সত্যিই মনোরম। বনে বনে ফুল ফুটে। গাছ, লতাপাতা সতেজ হয়ে ওঠে।

**উপকারিতা :** চাষাবাদের জন্য বৃষ্টি অপরিহার্য। বর্ষা ও বন্যার পানি পলি মাটি বয়ে এনে মাটি উর্বর করে। গাছপালা সজীব হয়ে ওঠে।

**অপকারিতা :** অতি বৃষ্টিতে ঘরবাড়ি ও ফসল নষ্ট হয়। তখন পথঘাট ডুবে যায়। চলাচলে দারুণ অসুবিধা হয়। মাঝে মাঝে বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় জানমালের ক্ষতি হয়।

**উপসংহার :** বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর। বর্ষা ছাড়া আমাদের কৃষিকাজের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই বর্ষার অবদান অনেক।

## একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা
## অথবা, বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল
## অথবা, একজন বীরশ্রেষ্ঠ

**ভূমিকা :** বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। পাকিস্তানিদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৭১ সালে। দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাই একে বলে মুক্তিযুদ্ধ।

**মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা :** বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য ১৯৭১ সালে এ দেশের ত্রিশ লাখ লোক প্রাণ দিয়েছে। দেশ মাতৃকার জন্য প্রাণত্যাগকারী সাতজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সরকার বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করেন। এই সাত জন বীরশ্রেষ্ঠের একজন হলেন বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল। দেশমাতৃকাকে শত্রুর কবল থেকে মুক্তির জন্য মোস্তফা কামালের আত্মত্যাগ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল হয়ে আছে।

**তাঁর জীবন বৃত্তান্ত :** মোস্তফা কামাল দক্ষিণ বাংলার ভোলা জেলার দৌলতখান থানার হাজিপুর গ্রামে ১৯৪৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম হাবিবুর রহমান। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর এজন হাবিলদার। মোস্তফা কামালের ছেলেবেলা কাটে গ্রামে। বাবা–মার খুব সাহসী ও ডানপিঠে ছেলে ছিলেন তিনি।

**মুক্তিযুদ্ধে তাঁর আত্মত্যাগ ও অবদান :** ১৯৭১–এর ২৭ মার্চ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু করেন। পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ২নং পাল্টুনের সদস্য হিসেবে মোস্তফা কামাল দরুইন গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে যোগদান করেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দরুইনের মুক্তিবাহিনী শিবিরে আক্রমণ তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। মোস্তফা কামালের পাশের মুক্তিযোদ্ধা গুলিবদ্ধ হলে অধিনায়কসহ সকল মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে শুরু করল। কিন্তু তিনি সাহস হারালেন না। বরং গুলিবিদ্ধ মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র তুলে নিলেন এবং অবিরাম গুলি চালাতে লাগলেন। তিনি জানতেন গুলি চালানো বন্ধ করলে তার সহযোগীরা পিছু হটতে পারবে না। এবং তাদের বাঁচানো যাবে না। মোস্তফা কামালের সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন রক্ষা পেল। কিন্তু শত্রুরা মোস্তফা কামালকে ঘিরে ফেলল। তবুও শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলি চালাতে চালাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গান করে দেশের জন্য শহিদ হলেন।

**উপসংহার :** মোস্তফা কামাল এক মৃত্যুঞ্জয়ী দেশপ্রেমিক। দেশকে মুক্ত করার জন্য তিনি যে সাহস ও বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তাঁর তুলনা হয় না। তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ বলা যায় নিঃসন্দেহে।

## আমার জন্মভূমি
## অথবা, আমার প্রিয় জন্মভূমি
## অথবা, স্বদেশ

**সূচনা :** বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এ দেশ স্বাধীন হয়।

**অবস্থান :** বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। দেশটির পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিকে ভারত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর রয়েছে।

**আয়তন :** বাংলাদেশ খুব বড় দেশ নয়। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

**জনসংখ্যা :** বাংলাদেশ একটি অধিক জনসংখ্যার দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। এদেশের প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে ১০১৫ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে এর স্থান অষ্টম।

**অর্থনৈতিক অবস্থা :** বাংলাদেশ ধনী দেশ নয়। এর অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। কিন্তু এখনও বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফলে চাহিদা মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের কিছু শিল্প–কারখানাও আছে। কিন্তু শিল্প–কারখানা থেকে যে উৎপাদন পাওয়া যায় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য।

**প্রাকৃতিক সম্পদ :** আমরা ভাগ্যবান, প্রকৃতি আমাদের পর্যাপ্ত সম্পদ দান করেছে। আমাদের ভূমি নরম ও উর্বর। সূর্য, নদী, মাটি, গ্যাস, পশু ইত্যাদি আমাদের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু আমাদের খনিজ সম্পদ অত্যন্ত কম।

**উপসংহার :** জন্মভূমির জন্য আমাদের ভালোবাসা অনেক। আমরা অবশ্যই তার সেবা করব, তার উন্নতির জন্যে কাজ করব।

## একুশে ফেব্রুয়ারি

**ভূমিকা :** বাঙালির জাতীয় জীবনে, জাতিসত্তার গভীরে নিহিত একুশে ফেব্রুয়ারি। এ দিনটি জাতীয় ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন।

**ইতিহাস :** ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে বাংলাদেশের তরুণদের আত্মদান নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে মাতৃভাষার জন্যে এমন আত্মত্যাগের নজির বিরল।

**ঐতিহাসিক পটভূমি :** একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এ ঘোষণায় হতচকিত হলো পূর্বাঞ্চলের বাংলাভাষী অধিবাসীরা। বাঙালিরা স্বভাবতই পূর্ব বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর এই মারাত্মক হামলার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা স্বদেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার জন্যে বজ্রকঠিন শপথ গ্রহণ করে।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে আহূত হয় ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা। এ উপলক্ষে মিছিল বের করে ছাত্ররা। এক পর্যায়ে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে পুলিশ। রক্তরঞ্জিত দেহে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত প্রমুখ। তাদের অনমনীয় দৃঢ়তা আর আত্মত্যাগের ফলে 'মোদের গরব, মোদের আশা বাংলা ভাষা' শেষ পর্যন্ত লাভ করে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা।

**তাৎপর্য :** ১৯৫২-তে যার শুরু ১৯৭১-এ তার পরিণতি। তাই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে একুশে ফেব্রুয়ারি।

**উপসংহার :** বাঙালি জাতি কোনোদিন ভাষাশহিদদের ভুলবে না। যতদিন বাঙালি জাতি বেঁচে থাকবে ততদিন ভাষাশহিদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব।

## স্বাধীনতা দিবস

**ভূমিকা :** একাত্তরের ২৬ মার্চ সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে একটি নবতর অধ্যায়ের সূচনা ঘটেছে। স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ উজ্জ্বল মুহূর্তে প্রথমেই মনে পড়ে এ দেশের অসংখ্য দেশপ্রেমিক শহীদের আত্মদান।

**স্বাধীনতা ঘোষণা :** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাতে পশ্চিমা হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র মানুষের ওপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা নির্বিচারে এ দেশের সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। আক্রান্ত হয় পুলিশ ও বি.ডি.আর. হেড কোয়ার্টার। গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এর আগে ২৬ মার্চ প্রথমে প্রহরে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেস বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পরদিন ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাটের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন মেজর জিয়াউর রহমান। তাই ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়।

**স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য :** এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করেছি। পেয়েছি একটি পতাকা। একটি শত্রুমুক্ত স্বদেশ। তাই জাতীয় জীবনে আমাদের স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম।

**স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচি :** ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা ঘোষণার দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি বছর মহা আড়ম্বরে এ দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। সরকারি-বেসরকারি ভবনগুলো জাতীয় পতাকা দিয়ে সাজানো হয়। হাসপাতাল, এতিমখানা ও জেলখানায় বিশেষ খাবার সরবরাহ করা হয়। স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা কুচকাওয়াজ ও খেলাধুলায় অংশ নেয়। মসজিদ, মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

**উপসংহার :** স্বাধীনতা দিবসে লাখ লাখ জনতা জাতীয় পতাকাকে সমুন্নত রেখে নতুন জীবনের শপথ নেয়। নতুন স্বপ্ন-সম্ভাবনায় তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।